ভে ত রে

এবারের সংখ্যা ছয় পাতার

শঙ্কাহীন স্বাধীনতার জন্য ২
গুণ্ডারাজেরই পদধ্বনি ... ৩
কমরেড শংকর মিত্রের স্মরণ সভায় প্রদত্ত ভাষণ ... ৪
সংগ্রাম-সম্মেলন-সভা-সমাবেশ ... ৫

আজকের দেশব্রতী

₹ ১.৫০

পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রতি বৃহস্পতিবার,
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮
বার্ষিক গ্রাহক — ১০০ টাকা
(৪৮টি সাধারণ সংখ্যা ও একটি বিশেষ সংখ্যা)
ষান্মাসিক গ্রাহক — ৫০ টাকা (২৬টি সংখ্যা)
১০টি বার্ষিক গ্রাহক একত্রে জমা দিলে
প্রতি সংখ্যায় ১টি পত্রিকা বিনামূল্যে

খণ্ড ২০ সংখ্যা ৩ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র ১৭ জানুয়ারী ২০১৩

কমরেড শংকর মিত্র-র স্মরণসভা

সি পি আই (এম এল) লিবারেশন-এর বর্ষীয়ান নেতা কমরেড শংকর মিত্র-র স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হল ১৫ জানুয়ারি কলকাতা স্টুডেন্টস হলে। তিনি প্রয়াত হন গত ১৮ ডিসেম্বর পার্টির সংকল্প দিবসে। নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে স্মরণসভার কর্মসূচী শুরু হয়। প্রয়াত নেতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন সি পি আই (এম এল) সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, পলিটব্যুরো সদস্য স্বদেশ ভট্টাচার্য, কার্তিক পাল, ধুর্জটিপ্রসাদ বক্সী, বিহারে কর্মরত অমরজী, কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্য অরিন্দম সেন, কল্যাণ গোস্বামী, কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্য ও বিহার রাজ্য সম্পাদক কুণালজী, কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক পার্থ ঘোষ, প্রবীণ পার্টি নেতা পরেশ ব্যানার্জী: সি পি আই (এম) কেন্দ্রীয় কমিটি ও রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী সদস্য মৃদুল দে, সি পি আই রাজ্য নেতা দেবাশীষ দত্ত, আর এস পি কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্য মনোজ ভট্টাচার্য, সি পি আই (এম এল)-এর বিভিন্ন কেন্দ্রের নেতা প্রদীপ সিংহ ঠাকুর, সুব্রত বসু, আলোক মুখার্জী, পি সি সি সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ রানা, বন্দী মুক্তি কমিটির নেতা দিলীপ দাস এবং প্রয়াত নেতার স্ত্রী কমরেড আনু মিত্র। মাল্যদান পর্ব সঞ্চালন করেন পার্টির রাজ্য কমিটি সদস্য বাসুদেব বসু। বক্তব্য রাখা শুরু হওয়ার আগে- মাঝে-পরে বিভিন্ন সময়ে সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বাতী ব্যানার্জী, নীতীশ রায়, নন্দা রায়, পাপড়ি দত্ত, মেঘনাদ দাশগুপ্ত ও সুব্রত ভট্টাচার্য।

প্রথমে শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন স্মরণসভার সঞ্চালক পার্থ ঘোষ।

প্রথম বক্তা ছিলেন সি পি আই নেতা দেবাশীষ দত্ত। তিনি বলেন, শংকর মিত্র সারা জীবন ধরে যে লক্ষ্যে সংগ্রাম করে গেছেন আমরাও সেই লক্ষ্যে সংগ্রাম করে যাচ্ছি। কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিভাজন দূর করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এক হতে হবে। শংকর মিত্রকে হারানোটা শুধু আপনাদের দলের ক্ষতি নয়, কমিউনিস্ট আন্দোলনে এক বিরাট ক্ষতি।

দ্বিতীয় বক্তা সি পি আই (এম) নেতা মৃদুল দে বলেন, কমরেড শংকর মিত্র সম্পর্কে প্রথম জানতে পারি কমরেড সুনীল মৈত্র-র কাছ থেকে, জেনেছিলাম চিরায়ত মার্কসবাদ সম্পর্কে কমরেড শংকর মিত্র-র বিশেষ চর্চা ও উপলব্ধির কথা। বিশ বছর আগে বিশ্বায়নের সূচনাকালে সাম্রাজ্যবাদীরা শ্লোগান তুলেছিল 'পুঁজিবাদের কোনও বিকল্প নেই'। আজ পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরও তীব্র হচ্ছে, ইউরোপে মার্কসবাদের সপক্ষে সংগ্রাম আরও ব্যাপক হয়েছে, আমেরিকায় ম্যাকার্থীবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলছে; আজকের পৃথিবীতে ধ্বনিত হচ্ছে "সমাজতন্ত্র ছাড়া বিকল্প

সর্বহারার আন্তর্জাতিক সঙ্গীত সমবেতভাবে গেয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে স্মরণসভার সমাপ্তি। আলোকচিত্র ঃ বাবলু

সি পি আই (এম এল) সাধারণ সম্পাদকের ভাষণ পড়ুন চারের পাতায়

নেই" শ্লোগান। আজ ভারতে, পশ্চিমবাংলায় আক্রমণ নামছে বামপন্থা করতে পারবে না, সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করতে পারবে না। এই আক্রমণের বিরুদ্ধে মতপার্থক্য যাইই থাক, মার্কসবাদের সপক্ষে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

সি পি আই (এম এল) লিবারেশন-এর পলিটব্যুরো সদস্য স্বদেশ ভট্টাচার্য বলেন, নকশালবাড়ি আন্দোলনে ধাক্কা নেমে আসার পর পার্টি পুনর্নির্মাণের পর্বের সাথে কমরেড শংকর মিত্রের নাম জড়িয়ে রয়েছে। কোন দমন বিপ্লবী আন্দোলন ও বিপ্লবীকে শেষ করে দিতে পারে না, শংকরদা ছিলেন এমনই একজন বিপ্লবীর প্রতীক। পার্টিজীবনে বহু জটিল মুহূর্তে বিভিন্ন বিতর্ক উঠলেও তাঁর কাছে কোন বৈরিতা ছিল না, তিনি

তিনের পাতায় দেখুন

উত্তর ২৪ পরগণা শিল্পাঞ্চলের জগদ্দলে
সি পি আই (এম) ছেড়ে সি পি আই (এম এল)-এ যোগদান

১১ জানুয়ারী উত্তর ২৪ পরগণা শিল্পাঞ্চলের জগদ্দলে সি পি আই (এম)-এর নেতা, কর্মী ও সমর্থকরা সি পি আই (এম এল)-এ যুক্ত হলেন। যোগদান উপলক্ষে সি পি আই (এম এল) উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে এক প্রকাশ্য সভার আয়োজন করা হয়। যারা যুক্ত হয়েছেন তাদের মধ্যে আছেন সি পি আই (এম) আঞ্চলিক কমিটির প্রাক্তন সদস্য কমরেড ওমপ্রকাশ রাজভর, শাখা সম্পাদক পারস পাসী, বর্ষীয়ান মহিলা নেত্রী সুগান্তি পাসী সহ ১০ জন পার্টি সদস্য ও জগদ্দল জুট মিলের প্রায় ১০০০ জন শ্রমিক ও ২ জন ট্রাস্টি বোর্ডের মেম্বার।

কয়েক শত মানুষের দৃপ্ত মিছিল ঘোষপাড়া হয়ে দুর্গা মন্দিরের সভাস্থলে পৌঁছায়। শুরুতে বর্ষীয়ান মহিলা নেত্রী সুগান্তি পাসী পতাকা উত্তোলন করেন। শহীদ বেদীতে মাল্যদানের পর ভাষণ শুরু হয়।

সি পি আই (এম এল) উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সম্পাদক সুব্রত সেনগুপ্ত বলেন, এই সমস্ত কমরেডরা পার্টিতে যুক্ত হওয়ার ফলে জগদ্দল তথা উত্তর ২৪ পরগণায় বামপন্থী আন্দোলন আরও শক্তিশালী হবে।

রাজ্য সম্পাদক পার্থ ঘোষ পার্টিতে যুক্ত হওয়া ১৭ জনের হাতে লাল পতাকা তুলে দিয়ে স্বাগত জানান। সেই সময় উপস্থিত প্রায় এক হাজার পার্টি কর্মী ও সমর্থকরা করতালি দিয়ে তাদের অভিনন্দিত করেন। সংক্ষিপ্ত ভাষণে পার্থ ঘোষ বলেন, এই অঞ্চলে যখন তৃণমূল কংগ্রেস লাল ঝাণ্ডাকে নিষিদ্ধ করছে, সেই সময় এই সমস্ত কমরেডরা লাল ঝাণ্ডাকে শক্তিশালী করার শপথ নিয়েছেন।

সি পি আই (এম এল) রাজ্য সম্পাদক পার্থ ঘোষ সহ যোগদানকারী নতুন পার্টি সদস্যরা। আলোকচিত্র ঃ কস্তুরী।

ফলে শ্রমিক আন্দোলন এখানে তীব্র হবে।

কমরেড ওমপ্রকাশ রাজভর কেন তারা সি পি আই (এম) ছেড়ে সি পি আই (এম এল)-এ যোগদান করেছেন তার ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, বারাকপুর শিল্পাঞ্চলে সি পি আই (এম এল), বি সি এম এফ এবং এ আই সি সি টি ইউ-র লড়াই তাদের অনুপ্রাণিত করেছে। এছাড়াও তিনি বলেন, শ্রমিক আন্দোলনে বিশ্বাসঘাতকতা করা এবং কেন্দ্রের কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলনকে দুর্বল করার সি পি আই (এম)-এর রাজনীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের জন্য সি পি আই (এম এল)-এ যোগদান করেছেন। এ আই সি সি টি ইউ রাজ্য সম্পাদক বাসুদেব বসু ২০-২১ ফেব্রুয়ারী ভারত বন্‌ধ সফল করার আহ্বান রাখেন। সভা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সি পি আই (এম এল) রাজ্য কমিটির সদস্য ও কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক ধীরেশ গোস্বামী ও উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটি সদস্য সুনেত্রা সেনগুপ্ত। সভা পরিচালনা করেন সি পি আই (এম এল) রাজ্য ও উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটি সদস্য নবেন্দু দাশগুপ্ত।

যারা সি পি আই (এম এল)-এ যোগদান করলেন তাদের সি পি আই (এম)-এ থাকাকালীন সাংগঠনিক দায়দায়িত্ব ছিল—

(১) পারস পাসী (সম্পাদক, জগদ্দল জুট ইণ্ডাস্ট্রিজ ব্রাঞ্চ), (২) ওমপ্রকাশ রাজভর (প্রাক্তন এল সি এম, জগদ্দল টাউন) বি ও টি সদস্য, (৩) বিশ্বনাথ রাজভর (পার্টি ব্রাঞ্চের ইনচার্জ),

দুয়ের পাতায় দেখুন

সম্পাদকীয়

নিরন্তর নিগ্রহ, নিষেধের নিপীড়ন পথেই হোক প্রত্যুত্তরের পথ নিরূপণ

দিল্লীর গণধর্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে রাজধানীর বুকে রাষ্ট্রশক্তির মুখোমুখি হয়ে ছাত্র-যুব-মহিলাদের সংগঠিত ও স্বতঃস্ফূর্ত ফেটে পড়া আন্দোলন শাসকশ্রেণীর ঘুম কেড়ে নেয়। আন্দোলন দিল্লীর বুকে থেমে থাকেনি, গোটা দেশকে পথ দেখিয়েছে। রাজ্যে রাজ্যে ছড়িয়েছে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ-আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রবাহ এক জ্বলন্ত শিক্ষা দিল—ধর্ষণ ও অন্যান্য পুরুষতান্ত্রিক নিগ্রহের শিকার নারী হলেও, এই বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে-প্রতিরোধে দাঁড়ানোর দায় কেবল নারীদের নয়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে গণতান্ত্রিক বিবেকবান শক্তিসমূহও এই দায় সাগ্রহে কাঁধে তুলে নিচ্ছে। প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ক্ষেত্রে এ এক নতুন উজ্জ্বল শিখা।

বর্তমান পরিস্থিতিতে নারীর স্বাধিকার, নারীর ওপর সংঘটিত পুরুষতান্ত্রিক উৎপীড়নের সমস্ত ধরণগুলোর উপযুক্ত দ্রুত বিচার, অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তিপ্রদান ও নারীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা সংক্রান্ত দাবিগুলো খুব জোরের সাথে সামনে আসছে। আওয়াজ উঠছে ধর্ষণ-গণধর্ষণকারিদের কঠোর শাস্তি চাই! পুলিশ-প্রশাসন ও শাসকদলের নেতাদের নারী-বিরোধী সমস্ত কূটকচালি বন্ধ করতে হবে—ধর্ষণ/গণধর্ষণ ও অন্যান্য নারী নিপীড়ন-নিগ্রহের ঘটনাবলীকে নস্যাৎ করা, অস্বীকার করা, নথীভুক্ত না করা, আড়াল করা, লঘু করা, ব্যঙ্গবিদ্রূপ করা, নারীর পোশাক-পরিচ্ছদ চলন-বলন ও চরিত্রে অশালীন তকমা সেঁটে দেওয়া চলবে না। ধর্ষণ আইনের নারীমুখী আরও কঠোর সংস্কার চাই। বিচারের ফাস্ট ট্রাক কোর্টের সংখ্যা, অপরাধের চার্জশীট, বিচার প্রক্রিয়াকে বাড়াতে ও দ্রুত করতে হবে। আন্দোলনের পাশাপাশি আলোচনাসভা, বিতর্কসভা, সভা-সমাবেশ করার উদ্যোগকে শহর থেকে মফস্বল ও শিল্পাঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে উৎসাহের বার্তা দিচ্ছে। প্রতিবাদের কোন রূপই তুচ্ছ নয়, তবু যখন প্রতিধ্বনি ওঠে 'শুধু মোমবাতির মিছিল করে হবে না', পথ দেখিয়েছে দিল্লীর রাস্তায় আছড়ে পড়া আন্দোলন, শত শত মানুষের যুথবদ্ধ শক্তির সাহসী প্রতিরোধ, সেটা নতুন আশা জাগায়, উদ্দীপনা-প্রেরণার বার্তা নিয়ে আসে, সেই দিশায় আরও কার্যকরিভাবে রুখে দাঁড়ানোর চ্যালেঞ্জ নেওয়ার কথা ভাবতে হবে।

নারীর সত্তার ওপর পুরুষসিংহের আক্রমণের বিরুদ্ধে আগামী দিনে আন্দোলন আরও তীব্র-ব্যাপক হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে যখন পুরানো বছর গিয়ে নতুন বছর এল, তখন দেখা যাচ্ছে শাসকশ্রেণীর মনোভাবগুলো একই থেকে যাচ্ছে; আর নারী ধর্ষণ ও নিগ্রহের পরিঘটনার কোন বিরাম নেই। পুলিশ-প্রশাসন-মন্ত্রীপ্রবররা স্থায়ী সমাধান হিসেবে বহির্মুখী নারীকে পুনরায় অন্তর্মুখী করতে, শেকলছেঁড়া নারীকে আবার শেকল পরাতে, পরিশীলিত সুভাষিত লক্ষণরেখায় আটকে রাখতে উঠে-পড়ে লেগেছে। ধূর্ত শাসকশ্রেণী জনমতকে আহাম্মক বানানোর ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে। এরা ধামাচাপা দিতে মরীয়া যে, নারীর ওপর আক্রমণের বৈশিষ্ট্যটি পুরুষতান্ত্রিক এবং তা ঘটে চলেছে ঘরে-বাইরে-প্রতিবেশে, চেনা-অচেনা যে কোন পরিস্থিতিতেই।

প্রতিবাদী এক গণঅভ্যুত্থান ঘটে যাওয়ার পর দিল্লী পুলিশ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে শুরু করেছে, 'ভয়ের কিছু নেই, মহিলারা আত্মবিশ্বাস রাখুন, পুলিশ-প্রশাসনকে জানান, তবে যত তাড়াতাড়ি পারেন ঘরে ফিরুন'। পুলিশ-প্রশাসনের নিজের অপদার্থতা স্বীকার করার নাম নেই, মহিলাদের নিরাপত্তার দায় চাপানো হচ্ছে মহিলাদের ওপরেই। দিল্লীর কংগ্রেসী মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর পুলিশ-প্রশাসনের নারী-বিরোধী মনোভাবে কোনও পরিবর্তন নেই।

উত্তরাখণ্ডের কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী মহিলাদের নিরাপত্তার প্রশ্নটি 'খুবই রাজনৈতিক স্পর্শকাতর' মনে করে সমাধানের প্রস্তাব দিয়েছেন, 'সমাজের এই অর্ধেক অংশের বাইরে কাজের সময়টি সূর্যাস্তের পরে আর থাকা উচিত নয়'। তা সত্ত্বেও বাইরে কর্মরত থাকলে নিরাপত্তার দায় সংশ্লিষ্ট সংস্থার থাকতে হবে। উত্তরাখণ্ড মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি থেকে উপরন্তু এই অন্তর্নিহিত সত্যও বেরিয়ে আসে যে কাজ ছাড়া অন্য কোন প্রয়োজনেই সন্ধ্যার পর বের হওয়া যাবে না, গেলে সরকার নিরাপত্তার দায় নেবে না। এ পরিষ্কার দায় অস্বীকার করারই পিতৃতান্ত্রিক যুক্তি। এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ চাপাতে উত্তরাখণ্ডের স্বরাষ্ট্রসচিব একুশ শতকে তৈরি ১৯৬২ সালের একটি শ্রম আইন ঝোলা থেকে বের করেছেন, যা মূলত নারী-বিরোধী। কিন্তু বৃথাই এই সমস্ত কুযুক্তির আশ্রয় নেওয়া। নারীর ওপর ধর্ষণ সহ নিগ্রহের যাবতীয় আক্রমণগুলো কেবল রাতের অন্ধকারের সীমিত ব্যাপার নয়।

যে পশ্চিমবঙ্গ রাজক্ষমতায় দলবদলের পরেও নারীর ওপর নিগ্রহের সংখ্যার বিচারে সারা দেশের রাজ্যওয়াড়ি তালিকায় প্রায় শীর্ষস্থানে বা ঠিক তার পরে, আর নিগ্রহকারি অপরাধীর বিচারের প্রশ্নে রাজ্যভিত্তিক তালিকায় একেবারে নিচের দিকে, এখানেও দিল্লীর মতই মুখ্যমন্ত্রী মহিলা হলেও তাঁর ও তাঁদের সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীটি পুরোদস্তুর পুরুষতান্ত্রিক। তার বহু তথ্যপ্রমাণ-তাঁদের আচরণে ইতিমধ্যেই জনারণ্যে প্রকাশ হয়ে গেছে। নারী ধর্ষণ ও নিগ্রহের ক্ষেত্রে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে 'সাজানো', 'অতিরঞ্জন' ও 'অতি চর্বনের' ছাপ মেরে দেওয়া হচ্ছে।

পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী এখন নারীর নিরাপত্তা দেখার দায়িত্ব অর্পণ করছেন অনুদানে শৃংখলিত করতে চাওয়া ক্লাবগুলোকে। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

দিল্লীকাণ্ডের পরেও রাজ্যে রাজ্যে শাসকশ্রেণীর প্রতিভুদের দায় অস্বীকৃতির পুরুষতান্ত্রিক প্রবণতা এবং রাষ্ট্রীয়, আইনগত ও বিচারগত সামগ্রিক নিরাপত্তার দায় পালন থেকে দূরে থাকার নির্দিষ্ট প্রকাশগুলো পুনরায় ঘটতে শুরু করেছে। তাই এ প্রশ্নে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের নিশান অবশ্যই লাগাতার উর্ধে তুলে রাখতে হবে।

... সি পি আই (এম এল)-এ যোগদান

একের পাতার পর

(৪) রামবাবু পাসোয়ান (পার্টি সদস্য), (৫) রাজেন্দ্র রাজভর (পার্টি সদস্য), (৬) সুগান্তি পাসী (পার্টি সদস্য), (৮) শিউপ্রসাদ যাদব (পার্টি সদস্য), (৯) স্বপন কুমার বিশ্বাস (পার্টি সদস্য), (১০) মহঃ আলমগির (ডি ওয়াই এফ সম্পাদক, জগদ্দল জুট ইণ্ডাস্ট্রিজ)। এছাড়াও আরও ৭ জন এ জি সি পি আই (এম এল)-এর প্রার্থী সদস্য হয়েছেন। গত ৩ জানুয়ারী পার্টির এক সভার মধ্য দিয়ে জগদ্দল পার্টি ইউনিট গঠন করা হয়েছিল। এই পার্টি ইউনিটে সর্বসম্মতিতে সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন পারস পাসী।

শঙ্কাহীন স্বাধীনতার জন্য মহিলাদের অধিকারের আন্দোলন অজেয়

লিঙ্গ সাম্যের জন্য দেশজোড়া ধারাবাহিক আন্দোলন নারী বিদ্বেষীদের পক্ষ থেকে ক্রুদ্ধ প্রত্যাঘাতের জন্ম দিয়েছে। এর নেতৃত্বে রয়েছে স্বয়ং আর এস এস প্রধান মোহন ভাগবৎ এবং নানা ধরনের জঘন্য পিতৃতান্ত্রিক শক্তিগুলো এতে যোগ দিয়েছে।

উগ্র পিতৃতান্ত্রিকতার সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল দুর্গের প্রধান পরপর দুটো গোলা ছুঁড়েছেন। তিনি প্রথমে বললেন যে, মহিলাদের ওপর অপরাধ সংঘটিত হয় ইণ্ডিয়াতে, ভারতে এটা হয় না। বাস্তবে এটা পুরোপুরি মিথ্যা এবং এটা এই ধারণাই তৈরী করতে চায় যে মহিলাদের ওপর সংগঠিত অপরাধের জন্য দায়ী শহরের ''পশ্চিমী সংস্কৃতি'' এবং এর সমাধান নিহিত রয়েছে ঐতিহ্যমণ্ডিত পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধকে পুনরুদ্ধার করার মধ্যে। এর কিছুদিন পরে তিনি তাঁর অবস্থানকে আরও কিছুটা মাজাঘষা করে বলেন যে, বিবাহ হল এক চুক্তি যা ততদিনই টিকে থাকবে যতদিন স্ত্রী গৃহস্থালীর কাজকর্ম ও তার স্বামীর প্রতি যথোপযুক্ত যত্ন নেওয়ার মধ্য দিয়ে এই চুক্তিকে মান্যতা দেবে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অশোক সিংঘল সাথে সাথেই ভাগবতের কথার রেশ ধরে শহরের জীবনধারার ''পশ্চিমী মডেল''-কে দায়ী করেন। মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী বাবুলাল গৌর ভাগবৎকে ছাড়িয়ে গিয়ে বলেন যে আমাদের সংস্কৃতিতে স্ত্রী তার স্বামীকে 'পরমেশ্বর' হিসাবে পবিত্র জ্ঞান করে, আর তাই বিবাহ হল নিছক চুক্তির ওপরেও আরও কিছু। ইতিমধ্যে মধ্যপ্রদেশের বিজেপির সাংসদ কৈলাস বিজয় ভার্গিয়া আর একটা রত্নস্বরূপ যুক্তি নিয়ে এগিয়ে এলেন। তিনি সরসভাবে বলেন যে, লক্ষণরেখা পেরিয়ে যাওয়ার কারণে সীতাও রাবণের হাতে ধরা পড়ে। বার্তাটা খুবই স্পষ্ট ও জোরালো; আধুনিক ভারতে মহিলাদের অবশ্যই তাদের পুরুষ রক্ষাকর্তা ও অভিভাবকদের দ্বারা নির্ধারণ করে দেওয়া সীমারেখার মধ্যে থাকতে হবে, না হলে তাদের ফলভোগ করতে হবে। একসাথে মিলিয়ে এই ধরনের বিবৃতিগুলো স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয় যে সংঘ পরিবার কিভাবে মধ্যযুগীয় পিতৃপ্রধান ভিত্তিভূমির ওপর জাতি গঠন —আরও নির্দিষ্টভাবে হিন্দুরাষ্ট্র গঠন—করতে চায়।

আরও বেশি জঘন্য ও অসহ্য হল 'গডম্যান' আসারাম বাপু-র ঘোষণা যে দিল্লীতে গণধর্ষণের শিকার তরুণীটিও এই ভয়ঙ্কর ঘটনার জন্য সমানভাবে দায়ী। বাপু বললেন যে, প্রথমত তরুণীটির 'মধ্যরাতে' বাসে ওঠা উচিত হয়নি এবং যখন বাসে উঠলো তখন তার ধর্ষণকারীদের ভাই বলে সম্বোধন করা এবং তার 'ইজ্জত' রক্ষা করার জন্য তাদের পায়ে পড়ে প্রার্থনা করা উচিত ছিল। তাঁর অনুগামীদের প্রতি তাঁর ভাষণে তিনি ধর্ষণ বিরোধী কঠোর আইনের বিপক্ষেও বক্তব্য রাখেন।

নারী বিদ্বেষ সবসময়েই হল হিন্দুত্বের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু। এটা শুধু হিন্দুত্বেরই নয়, প্রকৃতপক্ষে সমস্ত আধিপত্যকারী মতবাদেরই কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু। সাধারণ সময়ে হিন্দুত্বের প্রবক্তারা তাদের অন্ধকারময় দৃষ্টিভঙ্গীর কিছুটা নরম ও মোলায়েম প্রকাশ ঘটানোর চেষ্টা করে। কিন্তু এইবারে যখন আন্দোলন তাদের প্রত্যাশার বিপরীতে না থেমে অব্যাহত থাকে এবং আন্দোলনের দাবি যখন নির্যাতিতের প্রতি ন্যায়বিচার ও দোষীদের শাস্তি প্রদানের আশু দাবিকে ছাপিয়ে যায়, যখন তা সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পুরুষ-নারী সম্পর্কের রূপান্তরের জন্য এক বৃহত্তর আন্দোলনে পরিণত হয়, যখন ধর্ষণকারীদের সর্বোচ্চ শাস্তি এবং ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত সাংসদ ও বিধায়কদের সংসদ ও বিধানসভা থেকে সাময়িক বরখাস্তের দাবি উঠতে শুরু করে তখন তারা তাদের ধৈর্য হারিয়ে ফেলে। পিতৃতন্ত্রের সমগ্র রাজনৈতিক কাঠামোটা কেঁপে ওঠে এবং তাই তারা আজ অপেক্ষা করতে পারল না। রাজনৈতিক রং নির্বিশেষে একের পর এক সাপেরা হিস হিস শব্দে বেরিয়ে আসে। তাদের ভ্রাতৃত্বের নিদর্শন স্বরূপ কুখ্যাত খাপ পঞ্চায়েতগুলো ধর্ষণ-বিরোধী কঠোর আইনের বিরোধিতা করে এবং এন ডি এ-র কনভেনর শারদ যাদব মহিলাদের 'রক্ষাকর্তা' হিসাবে খাপ পঞ্চায়েতগুলোর ভূমিকার প্রশংসা করে; তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ কাকলী ঘোষদস্তিদার পার্ক স্ট্রীট ঘটনায় আক্রান্ত ও ন্যায়বিচারের জন্য লড়াইরত মহিলাকে যৌন কর্মী হিসাবে চিত্রিত করে এবং সি পি আই (এম)-এর বিধায়ক আনিসুর রহমান পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অশ্লীল মন্তব্য করে; অন্ধ্রপ্রদেশের কংগ্রেস প্রধান বোস্তা সত্যনারায়ণ খোলাখুলিভাবে নারী বিদ্বেষী মন্তব্য করে আর কংগ্রেস সাংসদ অভিজিৎ মুখার্জী কিছুদিন আগে আন্দোলনরত দিল্লীর মহিলাদের নোংরাভাবে চিত্রিত করে—এ তালিকার কোন শেষ নেই।

পিতৃতান্ত্রিক মনোভাব সবসময়েই সমস্ত ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল সংকীর্ণ কুসংস্কারের সঙ্গে মিলেমিশে সজীব হয়ে থাকে। মহারাষ্ট্রের মাফিয়া নেতা রাজ ঠাকরে দিল্লী গণধর্ষণের ঘটনার মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে যা খুঁজে পেল তা এই যে ধর্ষণকারীরা হল বিহারী। আর এই বিহারীরাই তো তার উগ্র জাতিদম্ভী ঘৃণা ছড়াবার অভিযানের মুখ্য লক্ষ্যবস্তু। কিন্তু এই ধরনের লজ্জাজনক ও মর্মান্তিক ঘটনাগুলো থেকে রাজনৈতিক লাভ তোলার চেষ্টায় নিশ্চিতভাবেই রাজ ঠাকরে একা নয়। বেশিদিন আগের কথা নয়, দেশের রাজধানী অঞ্চলে অপরাধের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার জন্য মনমোহন সিং ও শীলা দিক্ষিত শহরের হতভাগ্য গরিবদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছিলেন, তাদের বহিরাগত বা অন্য কোন নামে অভিহিত করেছিলেন এবং তাদের অপরাধী সম্প্রদায় আখ্যা দিয়েছিলেন। এখন মহানুভব সাজতে এগুলো অবশ্য কংগ্রেসের কাছে কোন অসুবিধার সৃষ্টি করে না।

মহিলাদের অবজ্ঞার চোখে দেখেন এমন 'নেতা'দের কুৎসিৎ মন্তব্য যখন সমগ্র দেশের আবহাওয়াকে কলুষিত করছিল, তখন এর বিপরীতে উত্তরপ্রদেশের বালিয়ার এক গ্রাম থেকে এক ঝলক টাটকা বাতাস বহন করে নিয়ে এল সামনে এগিয়ে চলার এক দৃঢ় সংকল্প, পরিবর্তন ও আশাবাদের এক সাহসী বার্তা। এক ব্রিটিশ ট্যাবলয়েডের কাছে শোকসন্তপ্ত পরিবারের পক্ষ থেকে দিল্লীর সাহসী হৃদয়ের সাহসী পিতা বলেন যে তিনি তাঁর কন্যা সম্পর্কে গর্বিত। তাঁর কন্যা লজ্জা পাওয়ার মতো কিছু করেনি এবং তিনি চান যে দুনিয়ার সকলে তার নাম জানুক, যাতে তার সাহসী লড়াই থেকে অন্য মহিলারা অনুপ্রেরণা পান।

হ্যাঁ, মহিলারা যে অনুপ্রাণিত হয়ে রাস্তায় নেমেছেন তা বাস্তব এবং তা কেবলমাত্র ভারতেই নয়। এদেশে সংগঠিত মিছিল ও সমাবেশে উৎসাহিত হয়ে নেপাল, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, বাংলাদেশে, ব্রিটেন ও আমেরিকাতেও বিক্ষোভ সংগঠিত হয়েছে। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যা লিঙ্গগত নিপীড়ন, বৈষম্য ও হিংসার বিরুদ্ধে আন্দোলনকে থামাতে পারে।

(এম এল আপডেট সম্পাদকীয়, ৮ জানুয়ারী ২০১৩)

''আজকের দেশব্রতী'' পরবর্তী সংখ্যা—বিশেষ সংখ্যা
প্রকাশিত হবে কলকাতা বইমেলার সময়
পরবর্তী সাধারণ সংখ্যা প্রকাশিত হবে ৭ ফেব্রুয়ারী (বৃহস্পতিবার)

গুণ্ডারাজেরই পদধ্বনি

এবার 'গুণ্ডারাজের' শিরোপাটি রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান 'উপহার' দিলেন রাজ্য সরকারকে, ভাঙ্গড় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। সেই রাজ্যপাল, আই পি এল জয়ী 'নাইট রাইডার্স'-এর সাফল্যের পেছনে যিনি এ রাজ্যে 'পরিবর্তন'-এর কারণ খুঁজে পেয়েছিলেন। রাজ্যপালের ঐ উক্তির পর যথারীতি শাসকদলের এক বর্ষীয়ান মন্ত্রীর কটাক্ষ, বিতর্ক, সব মিলিয়ে চরম অস্বস্তিতে পড়া রাজ্য সরকার ড্যামেজ কন্ট্রোলের কিছু তড়িঘড়ি পদক্ষেপ নিয়ে বসল!

কিন্তু ঘটনা পরম্পরা এগিয়ে চলেছে লাগামহীনভাবে। যেন কোন বিরাম নেই। যে কোন সমালোচনার ব্যাপারে তৃণমূলের সর্বময় নেত্রীর যে অসহিষ্ণুতা ও তর্জনী তুলে ধমক দেওয়া—তা আজ সরকার ও গোটা শাসক দলেরই মজ্জাগত রাজনৈতিক আচরণে পরিণত হয়েছে। প্রধান বিরোধী দলকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করার বদলে হামলা, পার্টি অফিসে ভাঙচুর ও জবর-দখলের পাশাপাশি, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বিরোধী দলকে শারীরিকভাবে নিকেশ করার হম্বিতম্বি প্রায়শই শোনা যাচ্ছে প্রথম সারির নেতাদের তরফ থেকে। শুধু সি পি এম-ই নয়, ঘটনার গতিধারা থেকে স্পষ্ট যে, তৃণমূলের বিরুদ্ধে যেখানেই মানুষ অন্য কোন রাজনৈতিক দল করুক না কেন, তা যদি তৃণমূলের কাছে বিপজ্জনক মনে হয় তবে সেখানে নেমে আসবে বর্বর আক্রমণ। নানা মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হবে বিরুদ্ধবাদীদের।

অম্বিকেশ মহাপাত্র বা শিলাদিত্যের ঘটনা এখন অনেকটাই পেছনে চলে গেছে। কিন্তু এ ঘটনাগুলোই ইঙ্গিত দিয়েছিল যে কোন প্রতিবাদ তা ব্যঙ্গচিত্রেই হোক, বা কিছু কৈফিয়ত চাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকুক—সর্বময় নেত্রী তা কিভাবে মোকাবিলা করেন। এখন আবার সংবাদ মাধ্যমের সমালোচনাও সহ্য করা হচ্ছে না। সংসদীয় গণতন্ত্রের অন্যতম এই স্তম্ভের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর নেতিবাচক আচরণ বারবার ফুটে উঠেছে। দলের আভ্যন্তরীণ পরিচালনার ক্ষেত্রেও সেই আচরণই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিধানসভার অঙ্গনে এক মহিলা বাম বিধায়কের ওপর শারীরিক লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে মুখ খোলার জন্য শাস্তি পেলেন তৃণমূলেরই এক মহিলা বিধায়ক, সিঙ্গুরের বর্ষীয়ান বিধায়ক সামান্য প্রতিবাদে মুখর হওয়ার পর থেকেই তাঁকে কোণঠাসা করা হল, দলের মুখ্য সচেতক ও বর্ষীয়ান ট্রেড ইউনিয়ন নেতা শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হওয়ার পরও কোন বিহিত হল না। সবকিছুকে ছাপিয়ে উঠল চেতলার 'ধর্ষণ কাণ্ড'! দলেরই এক গোষ্ঠী বিরুদ্ধ গোষ্ঠীকে শায়েস্তা করতে ধর্ষণের এক 'সাজানো ঘটনা'র অবতারণা করল। আর তার পেছনে কোন সাধারণ কর্মী নন, রয়েছে প্রভাবশালী এক তরুণ নেতা ও মন্ত্রী। সংকীর্ণ গোষ্ঠী স্বার্থে যে দল নারীর ইজ্জতকে হাতিয়ার করে, সেই দলের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে কোন্ সংজ্ঞায় ব্যাখ্যা করা যায়! মাত্র ১৮ মাসের ব্যবধানে তৃণমূলের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব পৌঁছেছে সীমাহীন স্তরে। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও খুনোখুনি এখন নিত্যদিনের ঘটনা।

প্রায় এক ডজন দপ্তর মুখ্যমন্ত্রীর হাতে কুক্ষীগত। অন্যান্য দপ্তর ও মন্ত্রীদের নেই ন্যূনতম স্বাধীনতা। প্রথম ও শেষ কথা শুধুমাত্র একজনই বলবেন—সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রেই হোক বা দলের। পান থেকে চুন খসলেই একের পর এক সরকারি আধিকারিককে বদলি বা কম্পালসারি ওয়েটিং-এ পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমলাতন্ত্রের ওপর দলতন্ত্রের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব কায়েম করতেই। সমস্ত সরকারি অনুষ্ঠান কিভাবে সংগঠিত হবে, কোন্ নায়ক-নায়িকা কোন ভঙ্গিমায় কী ভূমিকা পালন করবেন, চতুর্দিক কীভাবে সাজানো হবে—সবই সর্বময় নেত্রীর কঠোর অনুশাসন ও নির্দেশে চলবে। বিধানসভায় নিজের দপ্তর সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর পর্বে উপস্থিত থেকে যথাযথ ব্যাখ্যা দেওয়ার তোয়াক্কা তিনি করেন না। মানবাধিকার কমিশনের সুপারিশকে পুরোপুরি অস্বীকার করার ব্যাপারে এই সরকার সম্ভবত নজীর সৃষ্টি করেছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি, তার নানা প্রতিষ্ঠান ও স্তম্ভের প্রতি, সমস্ত সমালোচনাকে 'চক্রান্ত' হিসাবে ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়ার মনোভাব এ রাজ্যে লুম্পেনরাজের এক উর্বর জমি তৈরি করে দিয়েছে।

ভারতবর্ষের সংসদীয় গণতন্ত্রে অর্থবল ও পেশীবল এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে। রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন হচ্ছে তারই মূর্ত প্রতিফলন। বামফ্রন্ট জমানাতে সেই সংস্কৃতি রাজ্যবাসী হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল। ক্ষমতার পালাবদলের সাথে অন্ধকারের জীবগুলো রাতারাতি তাদের রাজনৈতিক আনুগত্য বদলে ফেলে। ফলে, ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী যে 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন' তৈরি করে রেখে যায়, ক্ষমতা হারানোর পর তাদের হাতেই আক্রান্ত হয়। যেহেতু রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন আমাদের দেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের এক অনিবার্য অভিশপ্ত উপাদান হিসাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে, তাই সরকারের অদলবদলের সঙ্গে তা নির্মূল হয়ে যায় না। বদলায় কেবল তার মাত্রা বা সর্বব্যাপী প্রভাবের পরিসরের ক্ষেত্রে।

এ রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিসর ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছে। গুণ্ডাতন্ত্রের কাছে প্রশাসন পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করেছে। দল ও সরকার মুছে ফেলেছে তার ন্যূনতম ভেদরেখা। ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েমের উপাদানগুলো দ্রুতই নিজেকে সংহত করছে। একদিকে জনমোহিনী প্রকল্পে, নানা পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে লক্ষ-কোটি টাকার মোচ্ছব ও মেলা, অপরদিকে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমানে আঘাত করে তাকে অপ্রাসঙ্গিক করে তোলার অপচেষ্টা—যুব সমাজকে পক্ষে টানতে ক্লাবগুলোকে কোটি কোটি টাকার অনুদান, এ সবই ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েমের লক্ষ্যে অশনি সংকেত। একমাত্র শ্রেণী দাবিতে বুনিয়াদী শ্রেণীর মানুষকে সংগ্রামের ময়দানে সামিল করিয়ে বিপন্ন গণতন্ত্রকে রক্ষা করা যায়। তাই, বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ব্যাপক মানুষকে নামানোই আজ পরিস্থিতির দাবি। - **অতনু চক্রবর্তী**

... শংকর মিত্র-র স্মরণসভা

একের পাতার পর

সবসময় হাসিমুখে নতুন নতুন দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে গেছেন। তাঁর জীবনের সর্বময় বৈশিষ্ট্য ছিল বিপ্লবের স্বার্থ। তাঁর জীবনগাথা একজন সত্যিকারের কমিউনিস্ট বিপ্লবীর জীবনগাথা।

বক্তব্য রাখছেন পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড স্বদেশ ভট্টাচার্য।

আজকের পরিস্থিতিতে তাঁর থাকা দরকার ছিল, কিন্তু রোগ তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। তাঁর প্রয়াণ আমাদের সংগঠনের ক্ষতি শুধু নয়, ক্ষতি সমগ্র কমিউনিস্ট আন্দোলনের। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আজকের পরিস্থিতি দাবি জানাচ্ছে গণআন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কমিউনিস্ট আন্দোলনের সমস্ত সংগ্রামী শক্তিগুলিকে নিয়ে আমরা চলার চেষ্টা করছি। যারাই আন্দোলনে থাকছেন তাঁদেরকে নিয়ে আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি একসাথে আন্দোলনের জন্য।

সি পি আই (এম এল) (এন ডি) নেতা প্রদীপ সিংহ ঠাকুর বলেন, কমরেড শংকর মিত্র-র সাথে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলের দিনগুলিতে প্রথম পরিচয় হওয়া ও তাঁর জেল জীবনের সংগ্রামের কথা-কাহিনী। তিনি বহু দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলেন, কমরেড শংকর মিত্র ছিলেন একজন প্রকৃত বিপ্লবী কমিউনিস্ট, তাঁর অসমাপ্ত কাজকে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

আর এস পি নেতা মনোজ ভট্টাচার্য বলেন, কমরেড শংকর মিত্র-র মত প্রত্যয়শীল নেতার প্রয়াণ এক বিরাট ক্ষতি। আজকের কঠিন পরিস্থিতিতে বামপন্থীদের লড়াইয়ের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ক্রমাগত আক্রমণ নেমে আসা সত্ত্বেও লড়াইয়ে, কর্মসূচীভিত্তিক ঐক্যবদ্ধ হওয়া যাচ্ছে না কেন সেটা বুঝতে হবে। গণআন্দোলনকে রক্ষা করার স্বার্থেই বামপন্থী শক্তিগুলির মধ্যে যা মতপার্থক্য থাক না কেন ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

সি পি আই (এম এল) নেতা সুব্রত বসু বলেন, কমরেড শংকর মিত্র-র সঙ্গে প্রথম আলাপ হয় '৮০-র দশকে মেদিনীপুরে, '৭০ দশকে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে শহীদ কমরেডদের স্মরণে এক সভায়। তারপরে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা বাড়ে '৮০-'৯০ দশকের সন্ধিক্ষণে পশ্চিমবঙ্গে বাস ভাড়া বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনে। কমরেডের বিপ্লবী জীবন থেকে আমাদের সকলকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

সি পি আই (এম এল) ('জনশক্তি') নেতা আলোক মুখার্জী বলেন, শংকর মিত্রের মৃত্যু কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক বিরাট ক্ষতি। তিনি ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গে বলেন, সংশোধনবাদের সাথে মার্কসবাদের স্পষ্ট পার্থক্য টানার ভিত্তিতেই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বিরোধীপক্ষে থাকলে ''সমাজতন্ত্রের বিকল্প নেই'' শ্লোগান তোলা, আর ক্ষমতায় থাকলে 'পুঁজিবাদের বিকল্প নেই' মোহ ছড়ানো—এ পরিষ্কার দ্বিচারিতা।

পি সি সি (এম এল) সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ রানা বলেন, কমরেড শংকর মিত্রকে প্রথমে নামে চিনতে শুরু করি '৬৯ সাল থেকে। ঐ সময় নকশালবাড়ির বিপ্লবী কৃষক আন্দোলনের দিশায় মেদিনীপুরের গোপীবল্লভপুরে এক বিরাট কৃষক অভ্যুত্থান গড়ে ওঠে। ঐ আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সংগঠক হিসেবে ছিলেন প্রয়াত কমরেড শংকর মিত্র, অশোক মাইতি প্রমুখ আরও অনেকে। তারপরে ওনার সঙ্গে সরাসরি পরিচয় হয় '৭২ সালে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে। জেলখানায় উৎপীড়নের বিরুদ্ধে তখন সংগ্রাম চলছিল। তিনি সেই সংগ্রামে সামনের সারিতে থাকতেন। শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি, জনগণের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা ছিল। তাঁর দীর্ঘ কমিউনিস্ট বিপ্লবী জীবন থেকে আমাদের সকলকে শিক্ষা নিতে হবে। আজ আবার দেশে গণসংগ্রামের ঝড় উঠছে। দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ ও বামপন্থী সুবিধাবাদ পরস্পরের পরিপূরক শর্ত হিসেবে ফায়দা লুঠে নিচ্ছে। এর বিরুদ্ধে প্রকৃত বামপন্থী শক্তিগুলিকে অবশ্যই কার্যক্ষেত্রে একজোট হতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ নামছে নতুন করে, কোনও বিরোধিতা সহ করা হচ্ছে না। এর বিরুদ্ধে সংগ্রামী বামেদের এক হতে হবে।

বন্দীমুক্তি কমিটির নেতা দিলীপ দাস বলেন, শংকর রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য যে লড়াই করেছিলেন তাকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

সি পি আই (এম এল) বিহার রাজ্য সম্পাদক কুনালজী বলেন, কমরেড শংকর মিত্র-র বিপ্লবী দৃঢ়তা, সারল্য, নতুন কমরেডদের প্রতি স্নেহ, যে কোন দায়দায়িত্ব পালনে হাসিমুখে নির্দ্বিধায় রাজী হয়ে যাওয়ার এক দীর্ঘ কমিউনিস্ট জীবনের ইতিহাস রয়েছে আমাদের সামনে, সেই ঐতিহ্যকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

সবশেষে, সি পি আই (এম এল) পলিটব্যুরো সদস্য কার্তিক পাল বলেন, পার্টির প্রথম কৃষক

বক্তব্য রাখছেন পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড কার্তিক পাল

সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্বে ছিলেন শংকর মিত্র। গণআন্দোলন, গণসংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি বহু দায়দায়িত্ব পালন করেছেন। পার্টিজীবনের ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনেরও পুনর্জাগরণ ঘটেছে। তাঁর জীবনকাহিনী আমাদের সংগ্রহ করতে হবে।

স্মরণ সভাগৃহ ছিল কানায় কানায় পূর্ণ, অনেকে বসার স্থান না পেয়ে দাঁড়িয়ে বক্তব্য শুনেছেন। শ্রোতাদের মধ্যে প্রয়াত নেতার পুত্র অর্ণব মিত্র সহ পরিবার-আত্মীয়স্বজন অনেকেই এসেছিলেন। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে স্মরণসভার পরিসমাপ্তি হয়।

'উত্তরায়ণ' উপনগরীতে নির্মাণ মজদুর সমাবেশ

চাঁদমনি চা বাগান উচ্ছেদ করে যে 'উত্তরায়ণ' উপনগরী শিলিগুড়ি শহরের উপকণ্ঠে গড়ে উঠেছে, সেখানে হাজার হাজার নির্মাণ শ্রমিক নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে কাজ করে চলেছেন। এই অসংগঠিত শ্রমিকদের না আছে কোন ন্যূনতম মজুরি, না আছে কোন সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা। বিগত ১০ জানুয়ারি সকালে উত্তরায়ণের মূল প্রবেশপথকে লাল পতাকায় মুড়ে রাঙিয়ে দিয়ে এ আই সি সি টি ইউ অনুমোদিত দার্জিলিং জেলা সংগ্রামী নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের ব্যানারে ৮ দফা দাবির ভিত্তিতে এক মহতী সমাবেশ সংগঠিত হয়। এই সমাবেশ থেকে দাবি তোলা হয় নির্মাণ শ্রমিকদের দৈনিক ন্যূনতম ৫০০ টাকা মজুরি দিতে হবে, বৃদ্ধ বয়সে মহার্ঘ ভাতা সহ ৩০০০ টাকা অবসরকালীন ভাতা দিতে হবে, নির্মাণ শ্রমিকদের পি এফ-ই এস আই সহ অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, সমস্ত শ্রমিকদের ন্যূনতম ৮.৩৩ শতাংশ হারে বোনাস দিতে হবে, আন্তঃরাজ্য পরিযায়ী শ্রমিক আইন (সেন্ট্রাল মাইগ্রেশান অ্যাক্ট)-কে উত্তরায়ণে কঠোরভাবে লাগু করতে হবে, মহিলা শ্রমিকদের প্রতি 'সম কাজে সম মজুরি' নীতি সামগ্রিকভাবে লাগু করতে হবে, এ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা-ভর্তুকি যুক্ত ক্যান্টিন-পরিশ্রুত পানীয় জল এবং ক্রেশের সুবন্দোবস্ত করতে হবে, ৮ ঘন্টার বেশী কাজ করলে দ্বিগুন মজুরি দিতে হবে। স্থানীয় দাবি ও আগামী ২০-২১ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির প্রস্তাবিত ৪৮ ঘন্টার সাধারণ ধর্মঘট সফল করে তোলার আহ্বান রেখে বক্তব্য রাখেন নির্মাণ মজদুর নেতা বঙ্কু মাহালি, সুক্রা ওরাওঁ, এ আই সি সি টি ইউ-র দার্জিলিং জেলা কমিটির সভাপতি অভিজিৎ মজুমদার ও সম্পাদক মোজাম্মেল হক। সমাবেশের শেষে এক প্রাণবন্ত মিছিল সমগ্র উত্তরায়ণ উপনগরী প্রদক্ষিণ করে।

স্মরণসভায় সি পি আই (এম এল) সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের ভাষণ

কমরেড শংকর মিত্র-র জীবন ইতিহাস তুলে ধরতে হবে নতুন প্রজন্মের সামনে

শংকরদা এভাবে হঠাৎ চলে যাবেন এটা আমরা ভাবিনি। সম্ভবত নভেম্বর মাসে কলকাতায় এসেছিলাম। শংকরদার ক্যান্সারের অপারেশনের পরে দেখা করলাম। আগামী এপ্রিল মাসে পার্টি কংগ্রেসে শংকরদা থাকবেন। বিভিন্ন যে দলিল পার্টি কংগ্রেসের জন্য তৈরী হচ্ছে সেগুলো নিয়েও কথা হল। কিন্তু তারপরে ১৮ ডিসেম্বরে হঠাৎ খবরটা পেলাম। কমরেড বিনোদ মিশ্র ১৯৯৮ সালের ১৮ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং চলাকালীন মারা গিয়েছিলেন। তারপর থেকে প্রতিবছর ঐ দিনটিকে আমরা সংকল্প দিবস হিসাবে উদ্‌যাপন করি। আমি এবং কমরেড ধূর্জটি বক্সী তখন পালামৌতে ডালটনগঞ্জের এক কর্মী সম্মেলনে ছিলাম। একদম বিশ্বাস করতে পারিনি। আমাদের জানা ছিল শংকরদা ক্যান্সারে ভুগছেন। হঠাৎ করে হৃদরোগ হবে এবং শংকরদা আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন এটা ভাবতে পারিনি। মৃত্যু এরকম হিসেব বহির্ভূতভাবেই বোধহয় আসে।

শংকরদা সবাইকে আপনি করে বলতেন এবং তাঁর কোন আত্মপ্রচার ছিল না। এটা খুব সত্যি কথা। শংকরদা কোন আত্মজীবনী লিখে যাননি। বর্ণময় জীবন, প্রচুর অভিজ্ঞতা—আত্মজীবনী লেখার প্রচুর উপাদান ছিল তাঁর জীবনে। আমাদের অক্ষমতা যে আমরা এইসব জীবনের ইতিহাসগুলোকে সময় থাকতে গুছিয়ে তৈরী করে রাখতে পারিনি। এটা বারবার মনে হয়েছে। সাম্প্রতিককালে অনেক কমরেডকে আমরা হারিয়েছি। কমরেড নাগভূষণ, রামনরেশ রাম—এদের জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং এমন অভিজ্ঞতা যা ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলনের জন্য, আগামী প্রজন্মের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের এটা এক বড় অক্ষমতা যে এই ধরনের কমরেডদের জীবনের বহু শিক্ষণীয় দিক, বহু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক, বহু চমৎকার বিপ্লবী অভিজ্ঞতার জায়গাকে ধরে রাখতে পারি না। কয়েকদিন আগে মেদিনীপুরে শংকরদার এক স্মরণসভা হয়েছিল—তার অভিজ্ঞতা শুনছিলাম। আমার বিশেষ করে মনে হয় যে শংকরদার গড়ে ওঠার যে পর্যায়, '৬০-এর দশক, '৭০-এর দশক, তাঁর নিজের গড়ে ওঠা এবং পার্টির গড়ে ওঠা—পশ্চিমবাংলা ও ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনের ঐরকম গুরুত্বপূর্ণ একটা বাঁক—সেই সময়কার শংকরদার যে অভিজ্ঞতা—যারা শংকরদার সহযোদ্ধা, কাছ থেকে শংকরদাকে দেখেছেন, একসাথে লড়েছেন—তাঁদের কাছ থেকে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করুন। পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি এই দায়িত্ব নিয়ে তৈরী করুক।

বিশেষ করে শংকরদার মত যারা কর্মচারী আন্দোলন-বীমা কর্মচারী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন তাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে হবে। আজকে ভারতবর্ষে ব্যাঙ্ক আন্দোলন, বীমা ক্ষেত্রের আন্দোলন, নতুন করে আবার শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে। ছাত্র আন্দোলন, যুব আন্দোলন বিরাটভাবে ভারতবর্ষ জুড়ে দানা বাঁধছে। এইরকম একটা পর্যায়ে '৬০-এর দশক, '৭০-এর দশকে আমাদের আগের প্রজন্মের গড়ে ওঠার এবং পার্টিকে গড়ে তোলার অভিজ্ঞতা আগামীদিনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাথেয়। শুধুমাত্র স্মরণসভার জন্য নয়, শংকরদার অসমাপ্ত কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শপথ নয়, নির্দিষ্টভাবে শংকরদার জীবনের ঐ অধ্যায়কে আমাদের অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে এবং সেটাকে তুলে ধরতে হবে।

পশ্চিমবাংলায় শংকরদার সঙ্গে কাজ করার কোন অভিজ্ঞতা আমার হয়নি, দিল্লীতে হয়েছিল। দিল্লীতে '৮০-র দশকের শেষার্ধে আই পি এফ-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় গড়ে তোলা, ভয়েস অফ অলটারনেটিভ পত্রিকার প্রকাশনা ইত্যাদি কাজে আমি দিল্লীতে কাজ করছিলাম। শংকরদা তখন দিল্লীতে আমাদের পার্টির দায়িত্বে ছিলেন। তখন দিল্লীতে আজকের মত অবস্থা ছিল না। জে এন ইউ-তে সেভাবে ছাত্র সংগঠন গড়ে ওঠেনি। দিল্লী ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন বা ওখলার কিছু শ্রমিক আন্দোলন বা ঝুগ্গি-ঝুপড়ির কিছু কাজকর্ম বাদ দিলে অসংগঠিত শ্রমিকদের মধ্যে বিরাট কিছু কাজ সংগঠিত হয়নি। ছোট্ট, অসংগঠিত, কিছুটা বিক্ষিপ্ত—এই ধরনের একটা অবস্থায়, হিন্দি খুব ভাল জানতেন না শংকরদা, দিল্লী পার্টির দায়িত্ব নিয়েছিলেন। দিল্লীর সাথে সাথে একটা পর্যায় শংকরদা পাঞ্জাবে পার্টির দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তামিলনাড়ুতে পার্টির ভেতরে গোলযোগপূর্ণ অবস্থা ছিল, সেখানেও শংকরদা দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এই সমস্ত পর্যায়ে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য জীবনযাপন করে, লেগে পড়ে থেকে—বিভিন্ন ভাষা না বুঝেও কমরেডদের বোঝা, সেখানকার আন্দোলন, সেখানকার সংগঠন, সেখানকার সমাজকে বোঝার একটা দৃঢ় প্রচেষ্টা শংকরদা চালিয়েছিলেন। আজকে আমাদের পার্টি গড়ে ওঠার পেছনে যাঁরা স্থপতি, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শংকরদা। শংকরদা শারীরিক কারণে পাটনা কংগ্রেসের পর কেন্দ্রীয় কমিটিতে ছিলেন না এবং গত বছর পাঁচেক রাজ্য কমিটিতেও ছিলেন না—কিন্তু শংকরদার যে ভূমিকা, অবদান সেটা পার্টির কাছে বড় ব্যাপার। বহু কমরেডের অক্লান্ত, আজীবন পরিশ্রমের মধ্যে দিয়েই, আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই তো একটা দেশের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে, বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই ধরনের অসংখ্য কমরেড ভারতবর্ষের বুকে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, সি পি আই (এম এল)-কে গড়ে তুলেছেন। আজকে সি পি আই (এম এল)-এর মধ্যে যে মতাদর্শগত দৃঢ়তা, যে রাজনৈতিক পরিপক্কতা, যে সাংগঠনিক কাঠামো আমরা গড়ে তুলতে পেরেছি—তাতে এই ধরনের অনেক কমরেডের যে অবদান তাদেরই সম্মিলিত নাম শংকর মিত্র। শংকর মিত্রকে স্মরণ করা শুধু ব্যক্তি হিসাবে নয়, সমূহ হিসাবে। পশ্চিমবাংলার মধ্যে, পশ্চিমবাংলার বাইরে অসংখ্য কমরেড যারা একসঙ্গে কাজ করেছেন, পার্টিকে দাঁড় করিয়েছেন—তাঁদের সকলের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধা থাকবে—আমরা তাঁদের থেকে শিখব।

আজকের ভারতবর্ষে গ্রাম বদলাচ্ছে, শহর বদলাচ্ছে। আমাদের পার্টি যখন গড়ে উঠেছিল শহরের গুরুত্ব ছিল না। গ্রামাঞ্চলে আন্দোলন, গ্রামাঞ্চলের বিপ্লবী সংগ্রাম সি পি আই (এম এল) সঠিকভাবেই খুব জোরের সাথে তুলে ধরেছিল। আজকে ভারতবর্ষে যেভাবে নগরায়ণ হচ্ছে এবং সেই শহরের চরিত্র যেভাবে পাল্টাচ্ছে—শংকরদা যদি থাকতেন দেখে যেতেন। শংকরদা যেদিন মারা গেলেন ১৮ ডিসেম্বর, ঠিক তারপরেই দিল্লীতে এক ছোটখাট গণ অভ্যুত্থান দেখা গেল। সেখানে শংকরদার পার্টির কমরেডরা—ছাত্র সংগঠন, যুব সংগঠন, মহিলা সংগঠন আজ গড়ে উঠেছে—যেটা তখন ছিল না—তাঁদের সাধ্যমত একটা বলিষ্ঠ স্বাক্ষর সেই আন্দোলনের মধ্যে রেখেছেন। শংকরদা যদি দেখে যেতে পারতেন আজকের দিল্লী যেভাবে পাল্টাচ্ছে, যেভাবে গুরগাঁও-মানেসর এলাকার মারুতি শ্রমিকরা উঠে দাঁড়াচ্ছেন, যেভাবে দিল্লীর বুকে ছাত্র-যুব দুর্নীতির বিরুদ্ধে, মহিলাদের অধিকারের প্রশ্নে, গণতন্ত্রের প্রশ্নে উঠে দাঁড়াচ্ছে—এটা ভারতবর্ষের একটা অন্য ছবি।

আমি মোটেই মনে করি না মার্কসবাদ আক্রান্ত, বিপ্লবী শক্তি আক্রান্ত—এটা পুরোনো কথা। পুরোনো কিছু কথা বলতে বলতে আমাদের অভ্যেস হয়ে যায়—পরিস্থিতি পাল্টাতে থাকে কিন্তু আমরা পুরোনো কথা বলে যেতে থাকি। এটা ২০ বছর আগের কথা, এটা সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সময়ের কথা। আজকের কথা হচ্ছে লাতিন আমেরিকা উঠে দাঁড়াচ্ছে, আজকের কথা হচ্ছে অকুপাই ওয়াল স্ট্রীটের মত এতবড় আন্দোলন দানা বাঁধছে। যে দিল্লীর বুকে ১৯৮৪ সালে শিখ বিরোধী দাঙ্গা হয়েছিল, যে দিল্লীতে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না, সেই দিল্লী ছাত্র-যুব-মহিলাদের এতবড় অভ্যুত্থান দেখবে এটা আমরা ভাবতে পারি না। সময় পাল্টাচ্ছে। এই পাল্টানো সময়ে আমাদেরও দ্রুত উদ্যোগ নিতে হবে। শংকরদা যদি থাকতেন তাহলে আমাদের এই কথাই বলতেন। শংকরদার এই হঠাৎ চলে যাওয়ার বেদনা নিয়ে আমরা নবম পার্টি কংগ্রেস করব। আমরা খুব চেয়েছিলাম, শংকরদাও চেয়েছিলেন নবম পার্টি কংগ্রেসে থাকবেন। গত বছর ২৮ জুলাই কমরেড চারু মজুমদারের ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকীতে আমরা দিল্লীতে একটা কর্মসূচী নিয়েছিলাম। দিল্লীর কেন্দ্রীয় অফিস ''চারু ভবন'' নাম দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে কমরেড চারু মজুমদারের আবক্ষ মূর্তি বসিয়েছি। এই উপলক্ষ্যে আমরা সমস্ত পুরোনো কমরেডদের আহ্বান জানিয়েছিলাম দিল্লীতে আসুন। শংকরদা আসবেন আমরা ধরে নিয়েছিলাম। শুনলাম শংকরদা আসছেন না। মনে হয়েছিল শংকরদা এত ধকল নিতে হবে বলে আড়ষ্ট বোধ করছিলেন। শংকরদা বললেনও যে সত্যিই ঠিক সাহস করে উঠতে পারছেন না। ঠিক তারপরেই খবর পেলাম যে প্রস্টেটে একটা গণ্ডগোল ও কিডনিতে ক্যান্সার ধরা পড়েছে। এরকম একটা বেদনা নিয়ে থেকেছেন কিন্তু কমরেডদের কখনও টের পেতে দেননি। অল্প সময়ে রাজ্য অফিসে দেখা হলেও খোঁজ নিতেন পার্টির অগ্রগতি নিয়ে। একটা বিশ্বাস ছিল—পার্টি এগোচ্ছে, পার্টি এগোবে। ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলন এগোচ্ছে, এগোবে। নিজে শেষের দিকটায় সক্রিয়ভাবে অনেক কিছু হয়ত করে উঠতে পারেননি—কিন্তু কমরেডদের ওপরে, পার্টির ওপরে, গোটা দেশের বিপ্লবী জনগণের ওপরে, বিপ্লবী আন্দোলনের ওপরে অগাধ আস্থা, গভীর বিশ্বাস, যে আস্থার নাম শংকর মিত্র।

শংকরদার স্মৃতিকে নিয়ে পশ্চিমবাংলায় ও ভারতবর্ষে আগামী দিনগুলোতে যে নতুন আলোড়ন সৃষ্টি হচ্ছে, পরিস্থিতি যে ডাক দিচ্ছে তাতে আমাদের বিরাটভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। ঠিক সেইভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে যেমন '৬০-এর দশকে সমস্ত গণ্ডী ভেঙে, বিরাট ঝুঁকি নিয়ে, নিশ্চিত জীবনের বাধাধরা ছক ভেঙে দিয়ে শংকরদা ও তার সাথীরা বিপ্লবী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন—যে ঝাঁপিয়ে পড়ার মধ্যে দিয়েই নকশালবাড়ি হয়েছিল, সি পি আই (এম এল) গড়ে উঠেছিল। যে কোন দেশে এই ঝাঁপিয়ে পড়ার মধ্য দিয়েই বিপ্লব হয়, সমাজ এগোয়, সমাজ পরিবর্তন হয়। আজকে আবার পরিস্থিতি সেরকম একটা ডাক দিচ্ছে।

আগামী ২০-২১ ফেব্রুয়ারী দু-দিনের ধর্মঘটের ডাক আছে। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে ডাক দিয়েছে। সেখানে শ্রমিকদের বহু দাবি আছে, সাধারণ মানুষের বহু দাবি আছে। আমরা দিল্লীতে বামপন্থীদের একটা কনভেনশন করে ঠিক করেছি যে ওটা শুধুমাত্র শ্রমিকের ধর্মঘট নয়। ভারতবর্ষে আজকে যা পরিস্থিতি, সেখানে শ্রমিক, কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, বেকার যুবক, ছাত্র, মহিলা—এই যে একটা গণজাগরণ শুরু হয়েছে—তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, আরও শক্তিশালী করে তোলার জন্য, ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আগামী ২০-২১ ফেব্রুয়ারী গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে আমরা ভারত বন্‌ধ করব।

আগামী ২ থেকে ৮ এপ্রিল রাঁচিতে আমাদের নবম পার্টি কংগ্রেস হবে। সেখানে কর্পোরেট লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে আজকে আদিবাসীদের যে প্রতিরোধ, কৃষকের প্রতিরোধ, শ্রমিকের প্রতিরোধ—সেই প্রতিরোধকে আরও বলিষ্ঠভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে শপথ নেব আমরা। শংকরদার স্মৃতি মাথায় রেখে আমরা অবশ্যই এটা করব।

আজকে আমরা শংকরদাকে স্মরণ করে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি, মিলিত হয়েছি। আমি আশা রাখি আগামীদিনেও বিভিন্ন আন্দোলনের কর্মসূচীতে, সমাজের প্রয়োজনে, জীবনের প্রয়োজনে, বিপ্লবের প্রয়োজনে শংকরদার স্মৃতিকে মাথায় বহন করে আবার ঐক্যবদ্ধ হতে পারব। আমরা বারবার ঐক্যবদ্ধ হব। আমরা বারবার সংগ্রাম করব। আমরা বারবার বিজয়ী হব।

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ব্যারাকপুরে 'প্রতিবাদ'

ব্যারাকপুর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় আইসা, আর ওয়াই এ, অ্যাইপোয়া ও স্টুডেন্টস ইয়ুথ এগেনস্ট জেণ্ডার ভায়োলেন্স-এর তরফে প্রতিবাদ করা হয়। সাধারণ মানুষকে কালো ব্যাজ পরানো ও মোমবাতি জ্বালানো হয়। ছাত্রী সোমা গান করেন। বক্তব্য রাখেন প্রগতিশীল মহিলা সমিতির অর্চনা ঘটক, সুনেত্রা সেনগুপ্ত এবং আর ওয়াই এ-র অজয় কুমার সিং, অভিনেতা রাণা ও নির্দেশক পার্থসারথী রায়। প্রতিবাদী শিল্পী সুদীপ দস্তিদারের গান ও শিল্পী অনুপমের নারী নির্যাতনের বিরোধী পোস্টার প্রদর্শনী ছিল এক বিশেষ আকর্ষণ। কর্মসূচী সঞ্চালনা করেন আইসার শুভ্রদীপ। ব্যারাকপুরের আনন্দপুরী মাঠ থেকে ছাত্রদের মৌন মোমবাতি মিছিল ১২ নং রেল গেট হয়ে ব্যারাকপুরের স্টেশন চত্বরে পৌঁছে শেষ হয়। শ্যামনগর সরকারি আবাসনের ছাত্র-ছাত্রীরা মোমবাতি মিছিল করে। কাঁচরাপাড়া হার্নেট স্কুলের প্রাক্তনী ও বর্তমান ছাত্ররা মোমবাতি জ্বালিয়ে নীরব প্রতিবাদ জানায়। ইছাপুর, পলতা, শ্যামনগরের সাংস্কৃতিক কর্মীরা প্রতিবাদ করেন।

মুর্শিদাবাদের খড়গ্রামে আইসার আন্দোলন

সরকারি সার্কুলারে উল্লেখ ছিল, সমস্ত সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে ৫ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তির ক্ষেত্রে যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী অভাবী তাদের বিনা পয়সায় ভর্তি নিতে হবে। খড়গ্রাম ব্লকের ঝিল্লি অঞ্চলের নোনাডাঙ্গা হাইস্কুলে বি পি এল পরিবারের ছেলেমেয়েদের থেকে বিনা রসিদে ১২০ টাকা করে সংগ্রহ করা হয়েছে। এর প্রতিবাদে, বি পি এল-ভুক্ত সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা পয়সায় ভর্তির দাবিতে অল ইণ্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন লাগাতার প্রচার-আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার পরও সি পি আই (এম) পরিচালিত স্কুল পরিচালনা কমিটি কর্ণপাত না করায় গত ১০ জানুয়ারী স্কুলের সামনে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ অবস্থান কর্মসূচী সংগঠিত করে আইসার নেতৃত্বে ছাত্র-ছাত্রীরা। স্কুল কর্তৃপক্ষ আলোচনার কথা বলে ছাত্র নেতাদের ডাকে। সেখানে কমিটির সেক্রেটারি তথা স্থানীয় সি পি এম নেতা ডালিম সেখ গায়ে হাত তোলে ছাত্র নেতা অরিত্র গোস্বামীর ওপর। প্রায় তিনশত ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে স্কুল পরিচালন কমিটি সদস্য সহ কর্তৃপক্ষকে তালাবন্দী করে বিক্ষোভ-অবস্থানকে তীব্র করে তোলে। ইতিমধ্যে খড়গ্রাম বিডিও, কান্দী এ ডি আই আন্দোলনের চাপে একজন শিক্ষামিত্র (আধিকারিক)-কে পাঠান। তিনি ছাত্রদের আন্দোলনকে ন্যায়সঙ্গত বলেন। আন্দোলনের খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। সন্ধ্যে নাগাদ প্রায় পাঁচশতাধিক ছাত্র-যুব-জনতার মিছিল এলাকা পরিক্রমা করে। তারপর বিডিও-র অনুরোধে এবং আগামী ১৫ তারিখ স্কুল কর্তৃপক্ষ সরকারপক্ষ অর্থাৎ এ ডি আই ও অভিভাবকদের ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের প্রতিশ্রুতি পেয়ে বিক্ষোভ অবস্থান তোলা হয় এবং পরিচালন কমিটি সদস্যদের মুক্ত করা হয়। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই খড়গ্রাম থানার তিনগাড়ি পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে এবং আন্দোলনের স্থানীয় নেতা হাসান আলী, সাদ্দাম সেখদের ফোনে হুমকি দিতে থাকে। সমস্ত পোস্টার ছিঁড়ে ফেলতে হবে বলে এবং অরিত্র, সাদ্দামদের থানায় দেখা করতে বলে। অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিতে থাকে। একইভাবে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান তথা সি পি আই (এম) নেতা কামারুজ্জামান সরকারও ফোনে ছাত্র-যুব নেতাদের হুমকি দিতে থাকে। অগণতান্ত্রিকভাবে নোনাডাঙ্গা স্কুল সংলগ্ন অঞ্চলে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। খড়গ্রাম থানার সাথে আঁতাত করে মিথ্যা মামলাও রুজু করে স্কুল কমিটি ছাত্রনেতা অরিত্র সহ আন্দোলনের নেতাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু প্রশাসনের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবকদের আন্দোলনের খবর বহু জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। ঝিল্লি হাইস্কুল, ইন্দ্রাণী হাইস্কুল, শেরপুর হাইস্কুল, পাথরডাঙ্গা হাই মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা ইতিমধ্যেই যোগাযোগ করেছে আইসার নেতা-কর্মীদের সাথে। কান্দী ব্লকেরও বিভিন্ন স্কুলে চলছে গ্রুপ বৈঠক, হিজল হাইস্কুল, শ্রীকৃষ্ণপুর হাইস্কুল, গোকর্ণ হাইস্কুলে। খুব দ্রুতই আইসা ব্যাপক ছাত্র-ছাত্রীদের সমাবেশিত করে ডি আই ডেপুটেশন কর্মসূচী গ্রহণ করতে চলেছে।

পার্টির বহরমপুর লোকাল সম্মেলন

১৫ জানুয়ারী বহরমপুর জেলা পার্টি কার্যালয়ে (বিপ্লবী অনন্ত ভট্টাচার্য ভবন) কমরেড শংকর মিত্র নামাঙ্কিত সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হল সি পি আই (এম এল) ১৩তম বহরমপুর লোকাল সম্মেলন। জেলা পর্যবেক্ষক হায়দার সেখ রক্তিম পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের কার্যক্রমের সূচনা করেন। শহীদ স্মরণ কর্মসূচীর পর প্রতিনিধি সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু হয়। রাজীব রায়ের সভাপতিত্বে তিনজনের সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়। বিদায়ী কমিটির পক্ষে খসড়া প্রতিবেদন পেশ করেন নান্টু মণ্ডল। প্রতিবেদনের ওপর ১৩ জন প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন। প্রতিনিধিদের বক্তব্যে বেশকিছু নতুন দিক উঠে আসে। ছাত্র-মহিলা-অসংগঠিত শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজের প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়ার কথা তুলে ধরেন প্রতিনিধিরা। জবাবী ভাষণের পর ৭ জনের নতুন কমিটি নির্বাচিত হয় এবং নান্টু মণ্ডল পুনরায় সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হন। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সম্মেলন সমাপ্ত হয়।

মহিষাদল সংগ্রামী ভ্যান রিক্সা চালক সমিতিতে ব্যাপক শ্রমিক সামিল হলেন

পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদলে ১৯৯৬ সালে গঠিত হয়েছিল ‘‘মহিষাদল সংগ্রামী ভ্যান ও রিক্সা চালক সমিতি’’। ২০০০ সাল পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে কাজ করার পর ইউনিয়টি এক স্থিতাবস্থার মধ্যে পড়ে। কিন্তু ধারাবাহিকভাবে শ্রমিকদের সাথে যোগাযোগ রেখে ইউনিয়নটিকে সক্রিয় করে তোলার প্রচেষ্টা চলে। নন্দীগ্রামের ঘটনা এবং পরবর্তীতে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর দায়িত্বশীলদের সাথে শ্রমিকদের একটা দূরত্ব গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সি আই টি ইউ এবং তৃণমূলের ইউনিয়নের কার্যকলাপ ও ব্যবহার ভ্যান চালকদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি করে। এই ইউনিয়নের শ্রমিকরা এ আই সি সি টি ইউ-র অনুমোদিত মহিষাদল সংগ্রামী ভ্যান ও রিক্সা চালক সমিতির সাথে যোগাযোগ করতে থাকে। মহিষাদল থানার অন্তর্গত ৬টি অঞ্চলের স্ট্যাণ্ড থেকে ২০০-র মত শ্রমিক যুক্ত হন। বর্তমান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে ভ্যান ভাড়া বৃদ্ধি, পুলিশী জুলুমের বিরুদ্ধে, ভ্যান রাখার নির্দিষ্ট জায়গা ইত্যাদি দাবি নিয়ে গেঁওখালি রোড, রামবাগ, মধ্যহিংলি, রমজান মোড়, আজরা, মহিষাদল মোড় থেকে শ্রমিকরা ইউনিয়নে সামিল হন। চারটি মোড়ে ভাড়াবৃদ্ধির তালিকা সমেত ইউনিয়নের বোর্ড লাগিয়ে দেয়। এই ঘটনা অন্য ইউনিয়নের ভ্যান চালকদের মধ্যেও সাড়া ফেলে। গত ১৩ জানুয়ারী মহিষাদল রাজবাড়ির মাঠে এ আই সি সি টি ইউ রাজ্যনেত্রী মীনা পাল, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পার্টি নেতা বিপ্রদাসের উপস্থিতিতে নিতাই মণ্ডল, সেক মুরশেদ খাঁ, হেমন্ত মাইতির নেতৃত্বে ১২০ জনের মত ভ্যান চালকদের নিয়ে এক সাধারণ সভা হয়। এই বৈঠক থেকে ২৭ জনের কমিটি এবং ৯ জনের কার্যকরি সমিতি গঠিত হয়। সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে নিতাই মণ্ডল ও সেক মুরশেদ খাঁ। পূর্ব মেদিনীপুরের বুকে গ্রামাঞ্চলের এই শ্রেণীর মানুষের যুক্ত হওয়া এক গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য বহন করে। এদের মধ্য থেকে কয়েকজন নির্মাণ শ্রমিকদের সংগঠিত করার দায়িত্ব নেন। ভ্যান চালকদের দাবিগুলো নিয়ে এবং তাকে কার্যকরি করার লক্ষ্যে মহিষাদলের বুকে আন্দোলনের কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে।

পার্টির চুঁচুড়া লোকাল সম্মেলন

১৩ জানুয়ারী পি ই ইউ হলে দশম চুঁচুড়া লোকাল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নির্মাণ শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে ওঠা ও তাদের পার্টিতে যুক্ত করার ভিতর দিয়ে এবছরই লোকাল লিডিং টীম থেকে লোকাল কমিটিতে উন্নিত হল চুঁচুড়া সংগঠন। পূর্বের দুটি শাখার একটি ব্যাণ্ডেল-কেওটা শাখার ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত বাৎসরিক সভা থেকে ৩টি শাখা গড়ে ওঠে। এই ৩টি শাখাই গড়ে উঠেছে নির্মাণ শ্রমিকদের ওপর ভিত্তি করে ও অসংগঠিত শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকাকে কেন্দ্র করে এবং শাখার নেতৃত্বকারী লিডিং টীমেও নির্মাণ শ্রমিকরা রয়েছেন। বর্তমানে গড়ে ওঠা এই ৪টি শাখার সদস্যরা মিলিত হন এই সম্মেলনে। সম্মেলনের কাজ শুরু হয় রক্তপতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে, পতাকা উত্তোলন করেন জেলা পর্যবেক্ষক চৈতালী সেন। শহীদ বেদীতে মাল্যদান ও শহীদ স্মরণ অনুষ্ঠানের পর প্রতিনিধিরা সম্মেলন কক্ষে প্রবেশ করেন। সম্মেলন কক্ষের দেওয়ালে লাগানো ছিল নারী নির্যাতন ও গণতন্ত্রের ওপর হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী পোস্টার। সভাপতিমণ্ডলীর আসনের সামনে রাখা ছিল কমরেড শংকর মিত্রের প্রতিকৃতি, কমরেড শংকর মিত্রের নামেই সভাগৃহের নামাঙ্কন করা হয়। ব্যোমকেশ ব্যানার্জী, সুভাষ অধিকারী, কল্যাণ সেন ও স্বপন বড়ুয়াকে নিয়ে সম্মেলন পরিচালনার জন্য সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন জেলা পর্যবেক্ষক চৈতালী সেন। তিনি মহিলা নির্যাতন সহ পশ্চিমবাংলায় ঘটে চলা তৃণমূলী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কার্যকরী ভূমিকা নেওয়ার কথা বলেন এবং আসন্ন পার্টি কংগ্রেসকে সফল করে তুলতে প্রতিটি শাখা ও সদস্যদের সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান। এরপর বিদায়ী সম্পাদক স্বপন গুহ প্রতিবেদন পাঠ করেন। বিগত কাজের পর্যালোচনা, আগামী কাজের দিশা এবং বিগত এক বছরের আয়-ব্যয়ের যথাযথ হিসাব পেশ করা হয়। ১৮ জন প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন। নির্মাণ শ্রমিকদের সাথে সাথে অন্যান্য অসংগঠিত শ্রমিক বিশেষত মহিলা পরিচারিকাদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলা, মেহনতি অধ্যুষিত এলাকায় যুব সংগঠন গড়ে তোলা, সদ্য গড়ে ওঠা নাগরিক মঞ্চকে সক্রিয় করা, নতুন আসা পার্টি সদস্যদের পার্টি শিক্ষায় শিক্ষিত করা, দেশব্রতীর প্রচার বাড়ানো নিয়ে পরিকল্পিত উদ্যোগ প্রভৃতি বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়। সম্মেলনে উপস্থিত রাজ্য সম্পাদক পার্থ ঘোষ বলেন, ব্যাপক বামপন্থী মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার উদ্যম ও তাদের আমাদের পতাকাতলে জয় করে আনার সাহসী পদক্ষেপ নিতে হবে। ডানলপ সহ তৃণমূলের প্রতিটি মিথ্যাচারের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের কথা জোরের সাথে তুলে ধরার কথা বলেন। জেলা সম্পাদক প্রবীর হালদার, নির্মাণ শ্রমিকদের চুঁচুড়ার বুকে রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, এই শক্তির ওপর ভিত্তি করে নতুন নতুন ক্ষেত্রে আমাদের ঢুকতে হবে। ২০-২১ ফেব্রুয়ারীর ভারত বন্‌ধ সফল করার প্রস্তাব সহ প্রতিবেদন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সম্মেলন থেকে সর্বসম্মতিক্রমে ৯ জনের কমিটি গঠন করা হয় যার সম্পাদক হিসাবে পুনর্নির্বাচিত হন স্বপন গুহ। আন্তর্জাতিক সঙ্গীত গাওয়ার মধ্যে দিয়ে সম্মেলন সমাপ্ত হয়। সম্মেলনের পর এ উপলক্ষে চুঁচুড়া ঘড়ির মোড়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়, সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক পার্থ ঘোষ, চৈতালী সেন ও স্বপন গুহ।

নাওথোয়াটারী পার্টি শাখা সম্মেলন

আলিপুরদুয়ারে ১২ জানুয়ারী চকোয়াখেতি ২ নং লোকাল কমিটির অধীন নাওথোয়াটারি সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের তৃতীয় শাখা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কমরেড ইন্দিরা ওরাওঁ নগর ও কালি ওরাওঁ মঞ্চে। পতাকা উত্তোলন, শহীদ বেদীতে মাল্যদান, সহ প্রয়াত কমরেড মাণ্ড ওরাওঁ সহ শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নীরবতা পালন করা হয়। শাখার রিপোর্ট পেশ করেন কমরেড ফুলদাস ওরাওঁ। সম্মেলনে স্থানীয় আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক পরিস্থিতির ওপর আলোচনা করে আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। পানীয় জল, ১০০ দিনের কাজ, বিভিন্ন ভাতা (কৃষি, পেনশন, বার্ধক্য ভাতা, বৈধব্য ভাতা ইত্যাদি) প্রতি মাসে উপভোক্তার হাতে পৌঁছে দেওয়া, কৃষি জলসেচ, কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, রেশনে দুর্নীতি, স্থানীয় পঞ্চায়েতের নানা দুর্নীতি, এস সি/এস টি/ওবিসি সার্টিফিকেট পেতে নানা হয়রানি, সমস্ত গরিব পরিবারের নাম বি পি এল তালিকাভুক্ত করা, বাস্তুহীনদের জমি পেতে নিজ ভূমি, নিজ গৃহ প্রকল্পের সুযোগ পেতে ফর্ম পূরণ করা এবং পঞ্চায়েত সমিতিতে চাপ সৃষ্টি করা, বর্গাদার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা প্রভৃতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে ধারাবাহিক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। সম্মেলনে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন চঞ্চল দাস। সম্মেলন শেষে শতাধিক মানুষের মিছিল এলাকা পরিক্রমা করে সমাবেশে যোগ দেন। বক্তব্য রাখেন জেলা সদস্য সুশীল চক্রবর্তী, সুনীল রায় ও জন্মেঞ্জয় সিংহরায় প্রমুখ।

বজবজের গ্রামাঞ্চলে অসংগঠিত শ্রমিকদের সভা

১০ জানুয়ারী বজবজের নিশ্চিন্তপুর গ্রামে এ আই সি সি টি ইউ-র আসন্ন প্রথম দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্মেলনমুখী এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় মহিলা শ্রমিকদের উপস্থিতি ছিল ব্যাপক মাত্রায়। সভা পরিচালনা করেন পশ্চিমবঙ্গ গৃহ নির্মাণ ও অন্যান্য শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের জেলা সভানেত্রী কাজল দত্ত। তিনি সংগঠন ও আন্দোলনকে দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন। বজবজ ব্লকের সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ দত্ত আসন্ন জেলা সম্মেলনকে সফল করে তুলতে শ্রমিকদের দায়িত্ব ও করণীয় দিকগুলো তুলে ধরেন। সি পি আই (এম এল) দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সদস্য আশুতোষ মালিক শ্রমিকদের নিজেদের পেশাগত আন্দোলনের পাশাপাশি সমাজের অন্যান্য স্তরের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার কথা তুলে ধরেন। সভায় নির্মাণ শ্রমিকরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, বিড়ি শ্রমিক এবং বেশ কয়েকজন পরিবহন শ্রমিক। সি এস টি সি কর্মী মাধব রায় বজবজে পরিবহন শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করার কথা বলেন। বিড়ি ইউনিয়নকে সচল করার কথা বলা হয়। খুব শীঘ্রই বিডিও অফিসে অসংগঠিত শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে গণজমায়েতের কথা উঠেছে। বজবজ শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক আন্দোলনের দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। তাই সংগঠিত শ্রমিকদের পাশাপাশি অসংগঠিত শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলনের রূপরেখা তৈরী হয়। জেলা সম্মেলনে যাওয়ার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। অবশেষে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে ৪৮ ঘন্টা ভারত বন্‌ধ সফল করে তুলতে প্রচার আন্দোলন ও মিছিল সংগঠিত করতে অঙ্গীকার করা হয়।

নারী ধর্ষণ ও নিগ্রহের বিরুদ্ধে বারাসতে নাগরিক কনভেনশন

বারাসতে, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়, দিল্লী ও রাজ্যে রাজ্যে নারী ধর্ষণ-নারী নিগ্রহের বিচার ও শাস্তির দাবিতে বারাসত স্টেশন চত্বরে গত ৯ জানুয়ারী এক নাগরিক কনভেনশন করা হয়। কনভেনশন থেকে নারীর ওপর ক্রমাগত আক্রমণ-ধর্ষণ-উৎপীড়ন বেড়ে চলা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে ঘটনার দ্রুত বিচার ও অপরাধীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানানো হয়। সরকার-পুলিশ-প্রশাসনের ওপর ভরসা না রেখে চাপ সৃষ্টি করার জন্য নাগরিক সমাজকে সজাগ-সচেতন ও সংগঠিত হতে, সক্রিয় হতে এগিয়ে আসার আবেদন জানানো হয়। নাগরিক কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন ‘‘মুখপত্রানু’’ পত্রিকার সম্পাদক রাখালরাজ চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন বিধায়ক সরল দেব, আইনজীবী ও মানবাধিকার কর্মী মল্লিনাথ গাঙ্গুলী, রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতা নির্মল ঘোষ ও অজয় বসাক, নারী আন্দোলনের নেত্রী মৈত্রেয়ী বিশ্বাস, আইনজীবী সুনেত্রা সেনগুপ্ত ও অজন্তা সরকার। কনভেনশন সঞ্চালনা করেন রাজনৈতিক সংগঠক দিলীপ দত্ত।

পশ্চিমবঙ্গ গণসংস্কৃতি পরিষদের

সফল রাজ্য সম্মেলন

১২-১৩ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হল পশ্চিমবঙ্গ গণসংস্কৃতি পরিষদের সপ্তম রাজ্য সম্মেলন। হালিশহর সাংস্কৃতিক সংস্থার লাগাতার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এই সম্মেলন পরিষদকে উজ্জীবিত করার সমস্ত রসদ প্রদান করে। ১২ জানুয়ারী বিকালে হালিশহর সংলগ্ন মোড় থেকে বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক মিছিল এলাকার দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে সম্মেলনস্থল বিবেকানন্দ ইন্সটিটিউট ''সুবোধ বল সভাগৃহে'' প্রবেশ করে। পরিক্রমায় অংশ নেয় পরিষদের অন্তর্ভুক্ত বজবজের ''চলার পথে'', কলকাতার ''কাণ্ডিব'', ''সংযোগ'' (যাদবপুর), নৈহাটির ''অগ্নিবীণা'', অশোকনগর 'পি এ টি'', ''হালিশহর সাংস্কৃতিক সংস্থা'' ''ঠাকুরনগর সাংস্কৃতিক সংস্থা'', ''গণসংস্কৃতি পরিষদ বারাসাত'', নবদ্বীপ ও কৃষ্ণনগর ''গণসংস্কৃতি পরিষদ'', শিবদাসপুর আদিবাসী নৃত্য শিল্পীরা সহ বন্ধু সংগঠন ''পথসেনা'', এ পি ডি আর এবং বহু সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। ঐ দিন সন্ধ্যে ৬ টায় সুরজিৎ অধিকারী মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় কনভেনশন। বিষয় ছিল ঃ ''তোমার স্বদেশ লুঠ হয়ে যায় কর্পোরেটের হাতে''। বক্তব্য রাখেন লোক সংস্কৃতির গবেষক শক্তিনাথ ঝা, নাট্যব্যক্তিত্ব তীর্থংকর চন্দ, পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক অমিত দাশগুপ্ত। সভাপত্বিত করেন প্রবীর বল। সমগ্র কনভেনশন সঞ্চালনা করেন পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক নীতীশ রায়। উক্ত আলোচনায় ভূমিকা করে অমিত দাশগুপ্ত আমাদের দেশের জল, জঙ্গল, জমি ও খনিজ সম্পদ যেভাবে কর্পোরেটদের হাতে চলে যাচ্ছে তার সাথে আমাদের সংস্কৃতিতে লুঠেরাদের যে থাবা বিস্তার করা হচ্ছে তা বিশ্লেষণ করেন। শক্তিনাথ ঝা এর সাথে লোক জীবন, লোক সংস্কৃতি যেভাবে লুঠ করা হচ্ছে সেটা সহজবোধ্য ভাষায় ব্যক্ত করেন। নাট্য ব্যক্তিত্ব তীর্থংকর চন্দ নাটকের মধ্যে এই লুঠেরাদের প্রভাব এবং প্রতিকারের বিভিন্ন পন্থা নিয়ে তার মূল্যবান মতামত এই কনভেনশনকে সার্থক করে তোলে। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের রাজ্য সম্পাদক পার্থ ঘোষ। কনভেনশন পর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সঙ্গীত পরিবেশন করেন নৈহাটি অগ্নিবীণা, শ্রুতিনাটক ''পোস্টমাস্টার'' পরিবেশন করেন হালিশহর সাংস্কৃতিক সংস্থার আবৃত্তি শিক্ষণ কেন্দ্র, নাটক পরিবেশন করেন কলকাতা কাণ্ডিব। তাদের নাটক ''বন্দে বাজারম'' বাজার অর্থনীতির মধ্যে দিয়ে কর্পোরেট লুঠকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলে।

বক্তব্য রাখছেন পরিষদের অন্যতম নেতা নীতীশ রায়। মঞ্চে উপবিষ্ট অমিত দাশগুপ্ত, প্রবীর বল, শক্তিনাথ ঝা।

১৩ জানুয়ারী সকাল ৯টায় শহীদ স্মরণে অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রতিনিধি সম্মেলনের সূচনা হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের পলিটব্যুরো সদস্য কার্তিক পাল। তিনি ভাষণে বর্তমান পরিবর্তিত বাংলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণের মধ্যে এই সময়ে সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর কি কর্তব্য তা নিয়ে তার মূল্যবান পরামর্শ দেন। সম্মেলনে পরিষদের বন্ধু ''পথসেনা''-র দুলাল কর, কবি তমাল সাহা, এপিডিআর-এর বন্ধুরা তাদের মূল্যবান মতামতের মধ্যে যেমন সংগঠনের কাজ নিয়ে সমালোচনা করেন ঠিক তেমনই সেই সমস্ত সীমাবদ্ধতা ও ভুল বিষয়গুলো শুধরে নিয়ে পরিষদ শক্তিশালী হয়ে উঠবে এ আশাও ব্যক্ত করেন। সম্মেলনে ১৬ জন প্রতিনিধি খসড়া প্রতিবেদনের ওপর তাদের মতামত দেন। সব আলোচকই যুক্তিনিষ্ঠ ধারায় পরিষদের নেতৃত্বের সাফল্য-ত্রুটি নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করেন। সম্মেলনে অতিথি পর্যবেক্ষক ছিলেন সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের পলিটব্যুরো সদস্য ধূর্জটি প্রসাদ বক্সী। তিনি বলেন, পরিষদ আজ যথেষ্ট শক্তিশালী নাই থাকতে পারে কিন্তু তার এই সমাজ পরিস্থিতিতে অনেক কিছু করার আছে। এরপরে প্রতিবেদনটি সম্মেলন সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে। তারপরে ২১ জনের কার্যকরী সমিতি সহ মোট ৪৩ জনের কাউন্সিল নির্বাচিত করে। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারী কলকাতায় লুঠ-দমন-নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক মিছিলের ডাক দেওয়া হয় সম্মেলনের মঞ্চ থেকে। সম্মেলন হল ও বাইরে স্টেশন থেকে সভাগৃহ পর্যন্ত ছবির মাধ্যমে শিল্পী অনুপম, কল্লোল ও অন্য বন্ধুরা সম্মেলনের বিষয়বস্তুকে প্রাঞ্জল করে তোলেন। সম্মেলন শেষ হয় আন্তরিক আথিতেয়তা ও সুষ্ঠু আয়োজনের জন্য হালিশহর সাংস্কৃতিক সংস্থার সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে।

- বাবুনী মজুমদার

সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের আসন্ন নবম পার্টি কংগ্রেসের বাকী খসড়া প্রতিবেদনসমূহ প্রকাশ হবে ''আজকের দেশব্রতী''র ৭ ফেব্রুয়ারী সংখ্যা থেকে

আন্তর্জাতিক

বাংলাদেশে বাম মোর্চার মিছিলের ওপর

সরকারের ন্যক্কারজনক আক্রমণ

সম্প্রতি গত ডিসেম্বর ২০১২ বাংলাদেশের ঢাকায় বামমোর্চার নেতৃত্বে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি, জ্বালানি গ্যাস, গণতান্ত্রিক অধিকার ইত্যাদির দাবিতে সরকারি মন্ত্রণালয় ঘেরাও অভিযানের ডাক দেওয়া হয়। জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মিছিলের গতিরোধ করা হয়। বিনা কারণে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে মিছিলের ওপর নির্মম দমন-পীড়ন নামানো হয়। বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর আক্রমণে গুরুতর আহত হন বাম মোর্চার অন্যতম নেতা সাইফুল হক, বহ্নিশিখা জামালি সহ বহু বামপন্থী কর্মী। সি পি আই (এম এল) লিবারেশন এই ঘটনার তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছে। সাথে সাথে দোষী পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছে।

প্রয়াত কমরেড মাঘু ওরাওঁ স্মরণে

১২ জানুয়ারী মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে আকস্মিকভাবে প্রয়াত হলেন দার্জিলিং জেলার লড়াকু আদিবাসী কমরেড মাঘু ওরাওঁ। ১১ জানুয়ারী রাত ৩টে নাগাদ তিনি খড়িবাড়ি ব্লকের ভাটাজোতস্থিত বাড়িতে অচৈতন্য হয়ে পড়েন। প্রথমে খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল, পরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করার পর ১২ তারিখ রাত ১০.৩০টা নাগাদ তাঁর জীবনাবসান ঘটে। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও তিন পুত্র রেখে গেলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৫ বছর।

'৭০ দশক থেকেই কমরেড মাঘুর পরিবার সি পি আই (এম এল) রাজনীতির প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছে। তাঁর বাবা ও মা ১৯৭২ সালে পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, পার্টির গোপন অবস্থায় কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের আশ্রয় দেওয়া ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য তাঁদের দীর্ঘ সময় কারাবন্দী থাকতে হয়। ছোটবেলা থেকেই কমরেড মাঘু ও তাঁর দুই ভাই কমরেড ঠুনু এবং গুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে বড় হয়ে ওঠেন। বয়ঃপ্রাপ্তি থেকেই তাঁরা পার্টির বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে শুরু করেন। সাম্প্রতিকালে ২০০৯-১০ নাগাদ কমরেড মাঘু প্রথমে খড়িবাড়ি লোকাল কমিটির সম্পাদক ও পরবর্তীতে দার্জিলিং জেলা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর পারিবারিক ও পার্টির দায়দায়িত্ব সম্পর্কে কখনও অবহেলা করেননি। ছিলেন দারিদ্রের সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করা এক ব্যতিক্রমী, পরিশ্রমী কর্মী ও নেতা। ১৯৯৩ সালে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ১নং ব্লকের সাপ্টিবাড়ি অঞ্চলে তৎকালীন শাসক দল সি পি এমের সামাজিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে পার্টির পক্ষ থেকে এক পদযাত্রা সি পি এম গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। খবর পেয়ে কমরেড মাঘু ও দার্জিলিং জেলার বিপ্লবী আদিবাসী কমরেডরা তীর ধনুক নিয়ে সন্ত্রাস প্রতিরোধে সাহসী ভূমিকা রেখেছিলেন। গত ১৩ জানুয়ারী প্রয়াত কমরেডের মরদেহ ভাতাজোতে পৌঁছলে গ্রামের আপামর জনতা তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পাঁচ শতাধিক সংখ্যায় সমবেত হন। কমরেড মাঘুর বাসগৃহের উঠানে তাঁর মরদেহে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে বক্তব্য রাখেন সি পি আই (এম এল) রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড পবিত্র সিংহ, দার্জিলিং জেলা কমিটির সদস্য কমরেড নেমু সিংহ, কমরেড শরৎ সিংহ, কমরেড কান্দ্রা মুর্মু, কমরেড মোজাম্মেল হক প্রমুখ। পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড কার্তিক পাল, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড বাসুদেব বসু ও দার্জিলিং জেলা সম্পাদক কমরেড অভিজিৎ মজুমদারের পক্ষ থেকে মাল্যার্পণ করা হয়। কমরেড মাঘুর আকস্মিক প্রয়াণে পার্টির দার্জিলিং জেলা কমিটি হারালো একজন আজীবন বিপ্লবী ও অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য নেতা এবং বিশ্বস্ত কর্মীকে। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রয়াত কমরেডের বিপ্লবী জীবনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে জেলা স্তরের স্মরণসভা করা হবে।

কমরেড মাঘু ওরাওঁ অমর রহে!

সি পি আই (এম এল) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক কার্তিক পাল কর্তৃক ক্যালকাটা গ্রাফিক প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ মানিকতলা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা-৫৪ হইতে মুদ্রিত ও ২১/১/১ ক্রীক রো, কলকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ অনিমেষ চক্রবর্তী। ₹ -১.৫০ ফোন এবং ফ্যাক্স ঃ ২২৬৫ ১৬৭৯ e-mail : cpimlwb@yahoo.com//deshabrati@gmail.com